দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 APR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

## মইনুল হোসেন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ হত্যা ও সন্ত্রাসের সঙ্গে ছাত্রদলের এক ডজন নেতাকর্মী জড়িত

**শরীফুজ্জামান পিন্টু**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সর্বশেষ হত্যাকাণ্ড ও হত্যাপরবর্তী সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রায় এক ডজন নেতাকর্মী জড়িত। ছাত্র সংগঠনটির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে হত্যাকাণ্ডসহ বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটে। হল প্রশাসনের দুর্বলতা হত্যাকাণ্ড সংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় গঠিত সাত সদস্যবিশিষ্ট সিভিল তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। আজ সোমবার সিন্ডিকেটের সভায় এ রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

গত ১৩ মার্চ ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে গুলি করে হত্যা করা হয় ছাত্রদল কর্মী ও বাংলা বিভাগের ছাত্র আরিফ হোসেন তাজকে। এ হত্যাকাণ্ডের পর ১৫ মার্চ ছাত্রদলের একটি মিছিলে প্রতিপক্ষের ছাত্রদল কর্মীরা গুলিবর্ষণ করলে তিন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। সামগ্রিক ঘটনা তদন্তের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে চেয়ারম্যান করে সাত সদস্যের একটি সিভিল তদন্ত কমিটি গঠন করে। গত ২৩ এপ্রিল তদন্ত শেষে কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য আজ সোমবার সিন্ডিকেটের সভা আহ্বান করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, সিন্ডিকেটে এ রিপোর্ট অনুমোদন লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত প্রায় ডজনখানেক ছাত্রকে শোকজ নোটিস প্রদান করা হবে। নোটিসের জবাব দেবার পর বিশ্ববিদ্যালয় ডিসিপ্লিন বোর্ডের সভায় অভিযুক্তদের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে একজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা। '৮৭ সালে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ১১ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটিই ছিল সন্ত্রাসী ঘটনার একমাত্র বিচার ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্তি। '৭৪ সাল থেকে বিগত ২৩ বছরে সংঘটিত ৫৯টি হত্যাকাণ্ডের আরও একটি ঘটনার বিচার করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সূত্র জানায়, ৫৯তম তাজ হত্যাকাণ্ডের বিচার যে কোন মূল্যে কর্তৃপক্ষ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন বোর্ড শাস্তি নির্ধারণের পর সিন্ডিকেট চূড়ান্তভাবে তা অনুমোদন করবে। আজকের সিন্ডিকেটের সভায় কেবলমাত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করা হবে।

সূত্র জানায়, সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তীতে গোলাগুলির ঘটনা তদন্তের জন্য কমিটি তিনটি প্রশ্নের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। এসব প্রশ্ন হচ্ছে—সংঘটিত ঘটনা কেন ঘটেছে, কিভাবে ঘটেছে ও কারা ঘটিয়েছে, কেন ঘটেছে? —এ প্রশ্নের জবাবে তদন্ত কমিটির বক্তব্য হচ্ছে—মূলত ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে এসব ঘটনা ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু হলে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার কারণ হিসাবে কমিটি মনে করে যে, বঙ্গবন্ধু হলের প্রশাসন পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছিল। কমিটির মতে, উত্তরপাড়ার কোন হলের প্রশাসনের অবস্থা তখন ভাল ছিল না। এমনকি দক্ষিণপাড়ার হল প্রশাসনগুলোর অবস্থাও ভাল নয়। এমতাবস্থায় কমিটির সুপারিশ হচ্ছে—এসব দুঃখজনক ঘটনা এড়াতে হলে প্রথমেই হল প্রশাসনকে চাঙ্গা করতে হবে। কমিটি মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন-কানুন সঠিক ও যথাযথভাবে চর্চা করলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব।

কারা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে? —এ প্রশ্নের জবাবে কমিটি উল্লেখ করেছে যে, ছাত্রদল কর্মীরা এসব ঘটনার জন্য দায়ী। রিপোর্টে কতজন ছাত্রদল কর্মীকে দায়ী করা হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান জানা না গেলেও এটুকু নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অভিযুক্তের সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জন।

সূত্র জানায়, ঘটনার পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে ও ভবিষ্যতে এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য তদন্ত কমিটি কতিপয় সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ভেঙ্গে পড়া হল প্রশাসনসমূহকে চাঙ্গা করা, মেধাভিত্তিক সিট বন্টন নিশ্চিত করে সিটের রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করা, ক্যাম্পাসে সর্বক্ষণিক উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ পুলিশ মোতায়েন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সকল ফাঁকফোকড় বন্ধ করা ও প্রয়োজনীয় এলাকায় উঁচু দেয়াল নির্মাণ করা, লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রভৃতি। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সিভিল তদন্তের পাশাপাশি পুলিশী তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।